পথিক

প্রযোজনা ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

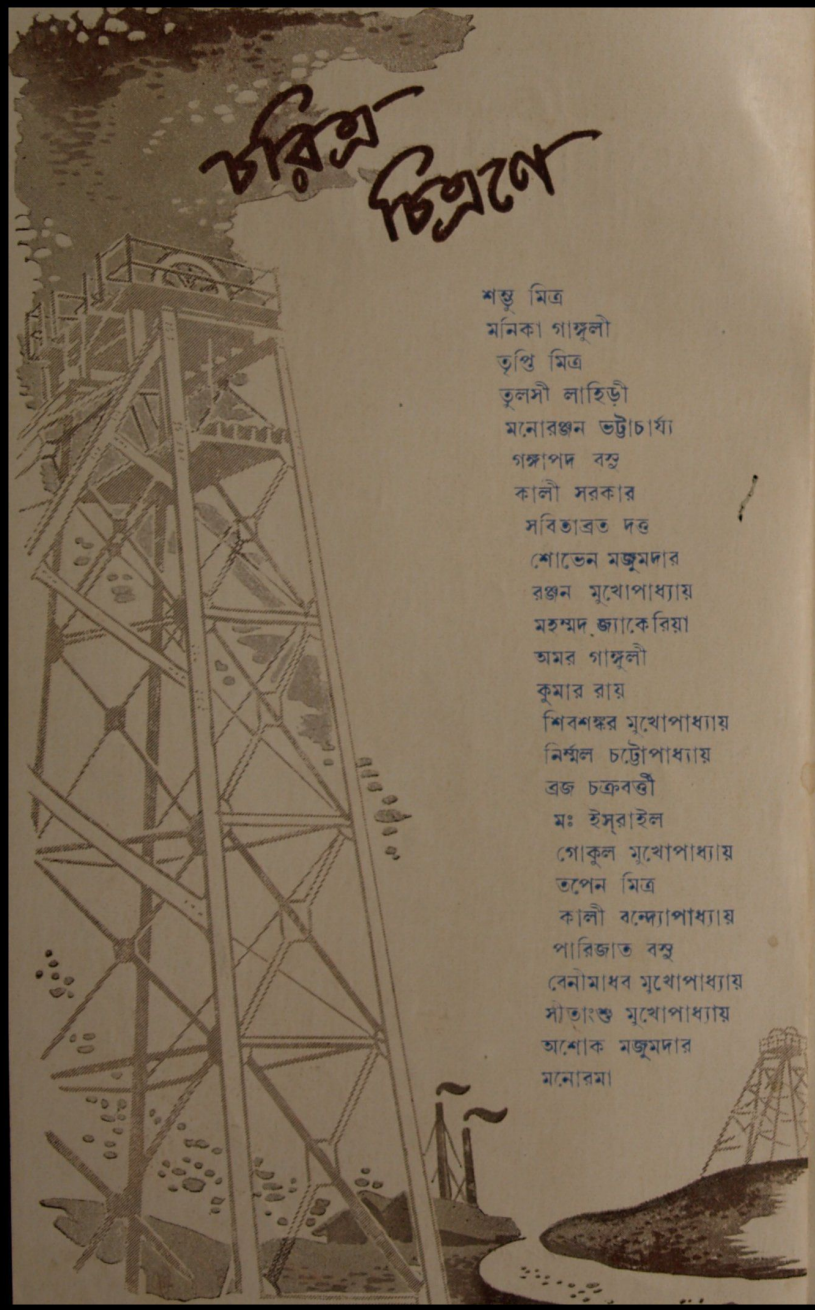

চরিত্র চিত্রণে

শম্ভু মিত্র
মনিকা গাঙ্গুলী
তৃপ্তি মিত্র
তুলসী লাহিড়ী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
গঙ্গাপদ বসু
কালী সরকার
সবিতাব্রত দত্ত
শোভেন মজুমদার
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
মহম্মদ জ্যাকেরিয়া
অমর গাঙ্গুলী
কুমার রায়
শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়
ব্রজ চক্রবর্ত্তী
মঃ ইস্‌রাইল
গোকুল মুখোপাধ্যায়
তপেন মিত্র
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
পারিজাত বসু
বেনীমাধব মুখোপাধ্যায়
সীতাংশু মুখোপাধ্যায়
অশোক মজুমদার
মনোরমা

কাহিনী

"দুঃখ সহার তপস্যাতে
হোক বাঙালীর জয়
ভয়কে যারা মানে
তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়" ॥
—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা-বিহার সীমান্তের কয়লাখনি অঞ্চলে, গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের ধারে যশপালজীর ছোট্ট চা আর মনিহারী দোকানে ঐ অঞ্চলের কুলীর দল থেকে সুরু ক'রে ভালুকসোঁধা খাদের মালিক নিকুঞ্জ গড়াই পর্য্যন্ত সবাই চা খেতে আসতো, আর আসতো দু'দণ্ড খোসগল্প করতে।

জীবনভোর যশপাল অর্থের সাধনা ক'রে এসেছে। সংসার বলতে আছে তার এক বেপরোয়া মদ্যপ ভাইপো সুদর্শন,—জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলে যে শুধু নিজেকেই সর্ব্বস্বান্ত ক'রে নি, তার মেয়ে সুমিত্রার জীবনেও এনে দিয়েছে ব্যর্থতার অভিশাপ। আর আছে চাকর হলধর ও ঝি বুধনী।

সন্ধ্যার পর সারাটা অঞ্চলে নেমে আসে এক বিভীষিকা। চারদিকে লুঠ-রাহাজানি চলছে। আত্মারাম নামে এক দুর্দ্দান্ত দস্যু তার দলবল নিয়ে একটির পর একটি দুর্ধর্ষ ডাকাতি ক'রে চলেছে। ধনের ভয় তো আছে-ই, প্রাণের ভয়-ও আছে, এবং সুমিত্রার মতো তরুণীর পক্ষে মানের ভয়-ও যে একেবারে নেই, তা বলা চলেনা। চারদিকে একটা বিপদের সম্ভাবনা ভয়ের ডানা মেলে প্রতিটি জীবনকে গ্রাস করতে উদ্যত। বেঁচে থাকায় আর কোন আনন্দ নেই,—আছে শুধু সন্ত্রাসের যন্ত্রনা!

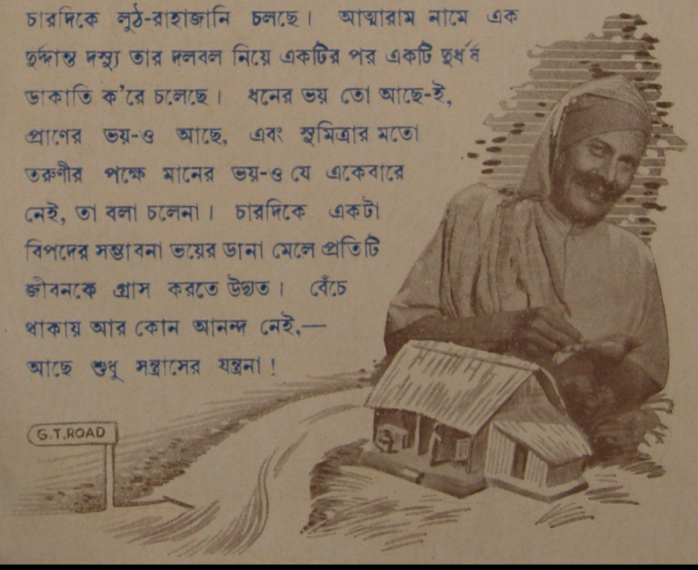

এ যন্ত্রণা শুধু বাইরের নয়, সুমিত্রার মতো মেয়ের কাছে এ যন্ত্রণা অন্তরের-ও। ছেলেবেলায় সে মিশনারী স্কুলে শিক্ষা পেয়েছে, যৌবনে প্রেরণা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। তবু যেন সব ব্যর্থ ব'লে মনে হয়! হৃদয়ের যতো সুর, যতো ছন্দ,—সব যেন একটির পর একটি আঘাত সহ্য ক'রে জীবনের স্তব্ধ পাষাণপুরীতে রিক্ততার হাহাকার নিয়ে কেঁদে ফেরে!

এরই মধ্যে এসে পড়লো এক পথিক, নাম অসীম রায়। সারা জীবন মনগড়া উপন্যাস লিখে বিত্ত আর খ্যাতি পেয়েও মন তার ভরেনি। মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাবার জন্যে তাই সে রাজধানীর মায়া কাটিয়ে চলেছিল তার জন্মস্থান, বিহারের কোন এক গণ্ডগ্রামের দিকে। পথ ভুলে, গন্তব্যস্থল থেকে বহুদূরে, রাস্তার ধারে যশপালজীর দোকানে সে চা খেতে ঢুকেছিল। খাওয়া শেষ হ'লে, আবার নামলো পথের বুকে। কিন্তু যাওয়া তা'র হ'ল না। পথে নামতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মারামের দলের কাছে যথাসর্বস্ব খুইয়ে সে আবার যশপালজীর দোকানে ফিরতে বাধ্য হ'ল। তারপর!

তারপর মাত্র দুদিনের কাহিনী। কিন্তু কাহিনী না ব'লে তাহাকে ইতিহাস-ই বলা চলে।

বুধনীর স্বামী রাখু ভালুকসোঁধা খাদে কাজ করে। কেউ কাউকে এক মুহূর্ত্ত-ও চোখের আড়াল করতে চায়না। নিতান্ত দারিদ্র্যের মাঝে-ও তারা ভবিষ্যতে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে, আর কঠোর পরিশ্রম করে। সেই রাখু একদিন খাদে কাজ করতে গেল, সন্ধ্যাবেলা আর ফিরলো না। সবাই মনে মনে জানলো কি হয়েছে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কারণ ইতিমধ্যেই খাদের ম্যানেজার হয়ে বসেছে সুমিত্রার বাবা ধুরন্ধর সুদর্শন,—তা'র দোর্দণ্ড প্রতাপের সামনে মাথা উঁচু ক'রে সত্যি কথা বলবে এমন সাহস কার! সবাই ফিরে গেল।

গেলনা শুধু একজন। অসীম রায়। সত্যকে জানবার জন্য সে চালালো এক দুঃসাহসিক অভিযান। নিকুঞ্জ গড়াই আর সুদর্শনের কুটিল হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে সবাইকে শেখালো, জীবনের রাজপথে যদি মানুষের মতো মাথা উঁচু ক'রে চলতে হয়

তা হ'লে ভয়কে তুচ্ছ করে, তাকে জয় করে-ই চলতে হবে।

এই আশার বার্তা সবার মনে নিয়ে এলো এক অভূতপূর্ব প্রেরণা। কয়লা খাদের অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, প্রায়-অমানুষ কুলীর দল পেল এক নবজীবনের আস্বাদ; আশাহীন, ভয়ার্ত সুমিত্রা পেল বেঁচে থাকার এক নূতন পাথেয়। আর এদের জাগ্রত চেতনার কাছে হার মানতে হ'ল সুদর্শনকে।

কিন্তু হারও মানলেও, সুদর্শন হাল ছাড়লো না। সে এক দুমুখো চাল চাললো। অসীমকে হত্যা করার জন্যে মোটা টাকা দিয়ে আত্মারামকে খবর দিল, আর আত্মারামকে ধরার জন্যে খবর দিল পুলিশকে।

তারপর এক নাটকীয় মুহূর্তে অসীম রায় আর আত্মারাম মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো! আত্মারামের পিস্তল অসীমের বুকের কাছে উঠে এল! কিন্তু, এমন সময়, আকস্মিকভাবে, এক অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল...

(১)

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলি তলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
ঐ দাসত্বের রজ্জু, ত্রাস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্য্যাদা গর্ব্ব চির পরিহার
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

(২)

হরি নাম সে নেহা লাগোজী
অব লাগো ভানে
প্রভু নাম সে নেহা লাগো

(৩)

বৌ হইয়েছে ছেলের মা
বৌকে কিছু বুলোনা
সে যে ভাগ্যবতী ভগবতী
জগতে নাই তার তুলনা

(৪)

ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি বাজে
গুণে গুণে দিন কাটে
মরদ আমার কয়লা খাদে খাটে।

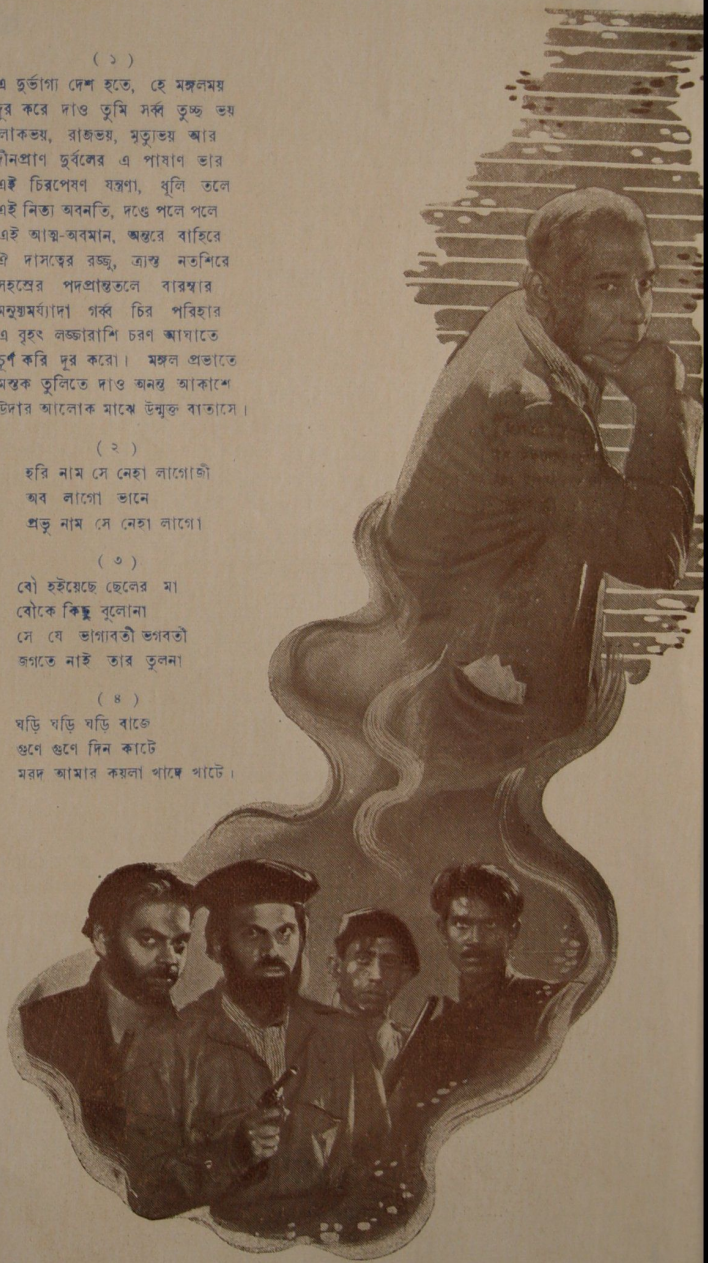

চিত্র-মায়া

নিবেদিত

পথিক

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দেবকী কুমার বসু**

কাহিনী : তুলসীদাস লাহিড়ী। সুর : দক্ষিণামোহন ঠাকুর। আলোকচিত্র : বিশু চক্রবর্ত্তী শব্দগ্রহণ : লোকেন বসু। সহযোগী : তপন ঘোষ। সম্পাদক : গোবর্দ্ধন অধিকারী। শিল্পনির্দ্দেশ : চারু রায় ও শিবপদ ভৌমিক। ব্যবস্থাপনা : নীরদবরণ সেন। আলোকসম্পাত : হরেন গঙ্গোপাধ্যায় রূপসজ্জা : ত্রিলোচন পাল। সজ্জা : নারায়ণ শেঠ। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও শাংগ্রিলা, বোম্বে

প্রচারশিল্পী : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

• সহকারী •

পরিচালনা : বিজলীবরণ সেন, অমিত মৈত্র, কণকবরণ সেন, হীরেন চৌধুরী, বৈদ্যনাথ রায় ও রেনুপদ দাস। সুরসৃষ্টি : অশোক মজুমদার। আলোকচিত্র : গোরা মল্লিক ও বুলু দাসগুপ্ত শব্দগ্রহণ : অমলেন্দু ঘোষ। সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পনির্দ্দেশ : বেনারসী শর্ম্মা ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস। আলোকসম্পাত : অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, গণেশ সামন্ত, সুধীর সরকার ও অভিমন্যু দাস। রূপসজ্জা : দেবী হালদার।

বসু মুখার্জি কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ (ষ্টুডিও চানেল) শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ। বহির্দৃশ্যাবলীর শব্দানুলেখন ভূপেন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিঃ-র ম্যাগনেটিক টেপ রেকর্ডিং-এ গৃহীত। বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

কামেশ্বর প্রসাদ সিং (নাগেশ্বর সাতগ্রাম কোলিয়ারী)

দি নিউ ডামাগোরিয়া কোল কোম্পানী লিঃ : হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি

পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড**

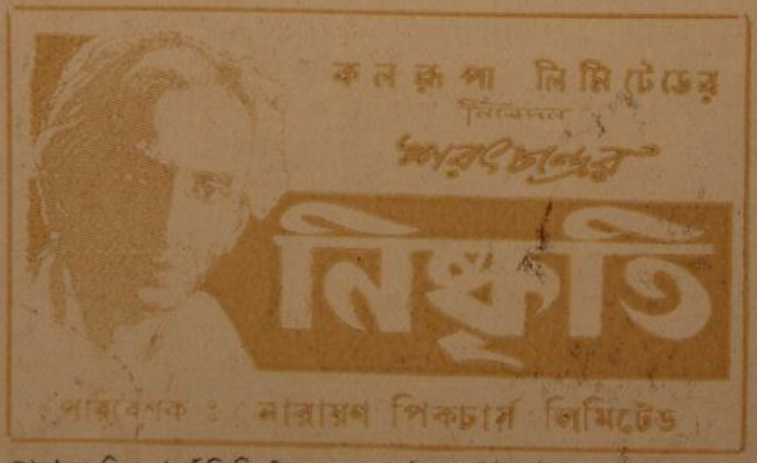

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।